গানে। এক মৃত্যু, যাকে অপমান করতে নেই, আর দ্বিতীয়, তাদের জীবনের অংশীদার এবং স্থানাঙ্ক, 'নীল আংরাখা'।

ওই নীল আংরাখা পরতে পরতে জড়িয়ে আছে প্রতি কবিতায়। একে ছুঁয়ে, ও একে ঘিরেই তাদের পরিভ্রমণ, শূন্যতায় ও পূর্ণতায়, আলোয় ও কালোয়, অস্তিত্বের, অনস্তিত্বের ডোরায় ডোরায় পা ফেলে : 'কারণ, বাঘ মরে/ কিন্তু তার ডোরা থেকে যায়/ মরে যায় হিমবাহ/ থেকে যায় তার গহ্বরের সারি/ পূর্ণতার পরে শূন্যতা/ আলোর পরে কালো/ একটি ফাটল ছুটে চলে সব কিছুতে/ সব কিছু গুঁড়িয়ে যায় হিমে।' (নীল আংরাখা— আঁধারের আস্তানা)

তাদের পরিভ্রমণে কোনও স্থায়ী নিশ্চিতি নেই। এর শেষ কবিতার নাম 'শেষে'। তা এইভাবে শেষ হল : 'কিন্তু তুষার চলে গেছে' ...'তা ছিল বিশাল বিশাল ফাটলের দেশ/ কিন্তু তাদের ফাঁকগুলো থেকে গেছে/ থেকে গিয়েছিল বাঘের ডোরার মতো/ বাঘের মৃত্যুর পরে।/

সব কিছুর মধ্যে একটি ফাটল/ তার থেকে আলো হয়ে যায় কালো/ জগৎ হয় এক ক্ষয়ের অবশেষ/ ব্লাসের্কের কালের/ এখন সেই দেশ থেকে কেউ দেশান্তরে চলে/ কোনও এক দিনের দিকে/ জলার আর চটচটে কাদার/ গোড়ালির পক্ষে পিছল আর জটিল/

এবং হাজার হাজার পদক্ষেপের/ এক ভাঙা মাদলের মতো/ ওই ভূমির পথ দিয়ে/ ব্লাসের্কের পথ দিয়ে।'—

এই কবিতাগুলি আমাদের চোখের সামনে কোনও উত্তরণের আশ্বাস আনে না, কিন্তু চলবার সাহস জোগায়।

---

**অগ্নিপুরুষ** । অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
আনন্দ পাবলিশার্স । কল-৯ । ৭৫.০০

# উল্লাসকর দত্তের জীবনালেখ্য

Desh - 17/01/2005

দীপেন্দু চক্রবর্তী

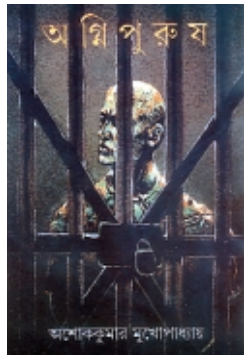


**বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের** শতবর্ষ নিয়ে শতকথা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ঠিক এই সময়েই অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিপুরুষ' হাতে এল, এবং পড়ে মনে হল এমন একটা গ্রন্থের বড় প্রয়োজন ছিল। যাঁরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, এবং যাঁরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে চাক্ষুষ করে গেছেন, শুধু বঙ্গ নয়, ভারতভঙ্গও সম্ভব হয়েছে, এবং তাঁরা তা মেনে নিতে বাধ্যও হয়েছেন। তবে কেউ কেউ একেবারেই মেনে নিতে পারেননি, যেমন উল্লাসকর দত্ত। আন্দামানের সেলুলার জেল, মাদ্রাজের সেন্ট্রাল হসপিটালে জীবনের অনেকটাই খরচ করে এসে এই 'অগ্নিপুরুষ' বঙ্গভঙ্গের ভয়ংকর দৃশ্য দেখে কলকাতা ত্যাগ করে শিলচরে চলে যান। বেঁচে ছিলেন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত, তবু শেষ দিন পর্যন্ত বলে গেছেন, যারা দেশভাগের জন্য দায়ী তারাই প্রকৃত দেশদ্রোহী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবার্ষিকী উদযাপনের দেশব্যাপী আয়োজনে উল্লাসকরকে মঞ্চের মধ্যস্থানে হাজির করানোর ফলে অশোককুমার সেই বিতর্কটিকেই উসকে দিলেন যা আমাদের ঐতিহাসিক দূরত্বের নিরাপত্তাকে ঠিক মুহূর্তে ঘা দিতে পারে।

অবশ্য শুধু বিতর্ক সৃষ্টি করাই লেখকের উদ্দেশ্য নয়, কেননা তিনি কোনও গবেষণাপত্র পেশ করছেন না। 'অগ্নিপুরুষ' একটি জীবনালেখ্য, এবং তা উপন্যাসের আধারে বিধৃত। এই তাগিদেই আমাদের চেনা ইতিহাস কল্পনার ছোঁয়ায় অন্য গড়ন পায়, যদিও মূল তথ্যগুলির বিকৃতি ঘটে না। এমনই দাবি লেখকের। ভূমিকায় তিনি তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণার

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস
২খণ্ড ।। ৩৫০.
শতাব্দীর সংগীত ৬০.
শিবরাম চক্রবর্তী
ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা ১৫০.
ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর ৮০.
মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী ২৫.
ভরত নাট্যশাস্ত্র ৪খণ্ড ।। ৪০০.
চরক-সংহিতা ৬ খণ্ড ।। ৫২৫.
চৈতালী দত্ত সম্পাদিত
চাণক্য-সংগ্রহ ১২৫.
কুট্টনীমত ৮০. আনন্দলহরী ৪০.
তুলসীদাসের দোঁহাবলী ৪০.
সুজিত সেন সম্পাদিত
জাতপাত ও জাতি : ভারতীয় প্রেক্ষাপট ২০০.
পান্নালাল দাশগুপ্ত
গান্ধী-গবেষণা ১২৫.
বরুণকুমার দত্ত
শ্রীচৈতন্যের জীবন ও দর্শন ৭০.
ডাঃ সুবীর চট্টোপাধ্যায়
মনোরোগ ও মনোচিকিৎসা ৮০.
চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার আত্মা ৬০.
ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
স্মৃতির অলিন্দে ৬০.
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ভোম্বল সর্দার ৬০. ইভ কুরী মাদাম কুরী ৭৫.
নিগূঢ়ানন্দ
দেবদেবীর উৎস সন্ধানে ৬০.
আত্মা মৃত্যু স্বর্গ নরক ৬০.
দিনকোষ ১০০. দ্রব্যগুণ ১৫০.
কালিদাসসমগ্র ৮০.
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

কালবেলা প্রকাশিত
ঝাড়খণ্ডি বাংলা শব্দকোষ ৩০০.
বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত
পরিবেশক
বাণীশিল্প
১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা-৯
আদিম বুক স্টোর
পরসুডি, জামশেদপুর
উৎকল বুক এজেন্সি
সাকচি, জামশেদপুর

বহু প্রতীক্ষার পর
নতুন মোড়কে—
সাহানা দেবীর—
স্মৃতির খেয়া ৬০.
মৈত্রেয়ী দেবী'র
স্বর্গের কাছাকাছি ১০০.
ণহন্যতে ৪৫.
প্রাইমা পাবলিকেশন
৮৯, এম. জি. রোড, কল-৯

কবিতা পত্রিকা
কবিমন-এর
পাঁচ বছর পূর্তি সংখ্যা
প্রকাশিত হল
সম্পাদক
নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩৩৯১০১৮৫০

অদ্রীশ বর্ধনের
■ কন্যা, তুমি অনন্যা
■ সেরা আশ্চর্য ! সেরা ফ্যানট্যাস্টিক !
■ এডগার অ্যালান পো রচনাসংগ্রহ (অখণ্ড)
■ মেঘ-দ্বীপের আতঙ্ক
■ ভূতের রাজা দিল বর!
■ ফ্যানট্যাস্টিক বার্ষিকী
-× প্রাপ্তি ×-
দে বুক স্টোর ■ নাথ পাবলিশিং
ফ্যানট্যাস্টিক ■ ২২২৭-১০১৪

## বইয়ের জানালা

যখন আমরা ঘৃণা ও বিদ্বেষের এক অসম্ভব সময়ে বাস করছি, তখন ধীরেন্দ্রনাথ সেনের যুগান্তকারী গ্রন্থ **দ্য প্রবলেম অফ মাইনরিটিস** (১৯৪০)-এর পুনঃপ্রকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। ৬৩২ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশ করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কালী ফর উওমেন প্রকাশ করেছেন বিনোদিনীর আত্মকথার ইংরেজি অনুবাদ **মাই স্টোরি অ্যান্ড মাই লাইফ অ্যাজ অ্যান অ্যাকট্রেস**। অনুবাদ করেছেন রিমলি ভট্টাচার্য। বাংলা ভাষা না জানলে, ন্যূনতম মনোযোগ দিয়ে মূল গ্রন্থ না পড়লে, চটজলদি অতিসরলীকরণ করে বাহবা কুড়োবার চেষ্টা করলে যা হয়, বর্তমান প্রকাশনাটিও তারই আরও একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। তাই গোলাপ সিং হয়ে যান 'গোপাল সিং' (পৃ ১৪২), 'সার্বভৌম' হয়ে যায় 'Sarvabhamu' (পৃ ৯৬), 'বিষ্ণুপদপঙ্কজে' 'at Krishna's feet' (পৃ ৪০)। 'লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে প্রোপ্রাইটার বলিয়াছিলেন' হয়ে যায় 'the proprieter himself felt' (পৃ ৯০), গুর্মুখ রায় সবকিছু পুড়িয়ে দেবেন হয়ে যায় 'I shall burn everything down', 'দেবীর পবিত্রতা' 'Purity of the Goddess Devi' (পৃ ৫২), 'যে চৌকিতে বসিয়া বাজানো হইত' হয়ে যায় 'The stool on which I kept some music' (পৃ ৮৭)! ১৮৭৬ সাল হয়ে যায় ১৮৭৫, 'কপালকুণ্ডলা'র প্রসঙ্গেও প্রমাদ!

এসব লঘুতার বিপরীত মেরুতে আছেন কবি ও ভাবুক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যিনি আজও আবিষ্কার করে চলেছেন 'কয়েকটি ধ্রুব বিষয় ও মুহূর্তের আস্বাদন ও উদযাপন'। ১৯৭১ সালে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর যেসব জীবন্ত তর্ক তাঁকে দীপ্ত করেছিল, মঙ্গলকাব্য, গ্যোয়েটে, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা লোককথা সব কিছু নিয়ে সজীব ইংরেজি রচনার সুসংবদ্ধ সংগ্রহ **দ্য শ্যাডো অফ এ কাইট অ্যান্ড আদার এসেজ**। প্রকাশক দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং। প্রচ্ছদটি বাত্ময়, কিন্তু প্রকাশক প্রচ্ছদশিল্পীর নাম দেননি।

মান্না দে-র আত্মকথা **জীবনের জলসাঘরে** প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন আনন্দ।

কথা বলেছেন। এবং গ্রন্থের শেষে একটি পুস্তক তালিকাও দিয়েছেন। ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসের এই আদলটি এর আগেও পাওয়া গেছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় যে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি।

উপন্যাসের কাঠামোটি অনেকটাই সিনেম্যাটিক। শুরু হয় যে-দৃশ্য দিয়ে (ফিরে-পাওয়া লীলাকে নিয়ে উল্লাসকরের কলকাতা ত্যাগ করার মুহূর্ত) তার কাছাকাছি এসে শেষ হয় মূল আখ্যান (দেশভাগের দৃশ্য সহ্য না করতে পেরে উল্লাসকরের সিদ্ধান্ত, তিনি কলকাতায় আর থাকবেন না)। অতএব পাঠককে স্মরণ করতে হবে শুরুর ফ্ল্যাশব্যাকটি। আখ্যানটি শেষ হলে ছোট্ট একটি সংযোজন, শিরোনাম 'পুনশ্চ', যা আমাদের কয়েকটি তথ্য দেয় উল্লাস ও লীলা সম্বন্ধে। তাঁরা শিলচরে কতদিন বেঁচেছিলেন ইত্যাদি। কাহিনিচিত্রের শেষে লিখিত এরকম 'শেষ কথা' চলচ্চিত্রে একটি পরিচিত রীতি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা বেশ দ্রুততার সঙ্গে আসে আর যায়, আর এ সবই গবেষণালব্ধ তথ্যের সংকলন। ফলে এক ধরনের ডকুফিচারের চেহারা তৈরি হয়। একের পর এক ছবির মত ফুটে ওঠে পুরনো কলকাতার খুঁটিনাটি— নতুন বিজলি বাতি, নতুন নতুন রাস্তায় ইলেকট্রিক লাইন পোঁতার আয়োজন, নতুন ইলেকট্রিক ট্রামের যাতায়াত। হ্যারিসন রোড, দর্জিপাড়া, মানিকতলা, মুরারিপুকুর, আজকের চেনা জায়গাগুলো এক অসাধারণ ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়। ইতিহাসকে রক্তমাংসের চেহারা দেবার ক্ষমতা অশোকের আছে, তাই আমাদের পাঠ্যপুস্তকে-পড়া বিপ্লবীরা এতটাই জীবন্ত। অরবিন্দ, সুন্দরীমোহন, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, এঁদের যেন প্ল্যানচেট করে আনা হয়েছে। এবং এই উপন্যাসেই দেখি ভূপেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, যতীন্দ্র একদিন প্ল্যানচেট করে হেমচন্দ্র ও রামমোহনকে ডেকে নিয়ে এসেছেন। বোধহয় ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লেখার জন্য লেখককেও সমস্ত তথ্য ভেদ করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে হয়। তবেই অতীত হয়ে ওঠে বর্তমান।

অবশ্য লেখকের সচেতন সংযমও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথকে তিনি এনেছেন, কিন্তু আড়ালেই রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তব্য ও বিপ্লবীদের প্রতিক্রিয়াই যেখানে উপজীব্য সেখানে তাঁর শরীরী উপস্থিতি তেমন জরুরি নয়। সচেতন গ্রহণ-বর্জনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ— অরবিন্দ, বিপিন পাল, ভূপেন দত্ত এঁদের মতো বিখ্যাত ঘটনাবহুল জীবন-কাহিনি ছেড়ে দিয়ে লেখক উল্লাসকরকে বেছে নিয়েছেন প্রধান চরিত্র হিসেবে। কেন, তার উত্তরটাই এই উপন্যাস। খ্যাতির দিক থেকে উল্লাসকর অন্যান্যদের মতো এত বড় মাপের না হলেও চারিত্রিক বিশিষ্টতা ও বর্ণময়তায় তিনি অনেক বেশি আকর্ষণীয়। অফুরান প্রাণশক্তি, অপরাজেয় সাহসিকতা, উদাত্ত হাসির ক্ষমতা, দরাজ গলায় গান গাইবার অভ্যাস, এসব নিয়েই উল্লাসকর অনন্য, যেমন দেশের প্রেমে তেমনি নারীর প্রেমে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ঠিক মানুষকেই বেছেছেন নায়ক হিসেবে। এক বিশাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঝলমল করে চরিত্রটি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি উচ্চারণে, এমনকী অসঙ্গতিতেও। পিকরিক অ্যাসিডের বোমা মারে যে-মানুষটি সেই আবার প্রেমিকার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এ কোনও বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের বানানো গপ্পো নয়, একেবারে ঐতিহাসিক সত্য।

বিপিন পালের মেয়ে লীলাকে ভালবেসেছিলেন উল্লাস। আর সব কিছুর মতো প্রেম নিয়েও তাঁর উল্লাস ছিল দেখার মতো। চিন্তা ও চেতনায় লীলাও ছিলেন তাঁর উপযুক্ত সঙ্গী। দেশপ্রেম ও নারীর প্রেমে কোনও বিরোধ দেখা যায়নি। সেজন্যই বোধহয় আন্দামানে সেলুলার জেলে ভয়ংকর পীড়ন সহ্য করেও তাঁর অকালমৃত্যু হয়নি, মাদ্রাজের মানসিক হাসপাতালে থেকেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন তিনি দেশের অতীত ও বর্তমান নিয়ে ভাবতে পেরেছেন, এবং লীলাকে খুঁজে গেছেন। সেই লীলা বিবাহিত ও বোম্বাই-নিবাসী জেনে তিনি যা করেছিলেন তা সব চরমপন্থীরা পারতেন না, একমাত্র উল্লাসের মতো চরমপন্থীই পারেন। লীলা বিধবা ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার পর উল্লাস তাঁকেই বিবাহ করেন, এবং বিবাহের ধরনটিও চমকপ্রদ। লীলার আগের বিয়ে উল্লাস মানেন না, তাই তিনি বিয়ের ফর্মে লীলার নামের পাশে 'বিধবা' কথাটা লিখবেন না। ঠিক যেমন দেশভাগ তিনি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু একজন ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ইতিহাস বা রাষ্ট্রের কী আসে যায়! উল্লাসকে মেনে নিতে হয় উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু ব্যক্তি বলেই লীলার মতো আর এক ব্যক্তির দায়িত্ব নিতে পারেন উল্লাস, এই ভগ্ন দেশের দায়িত্ব এখন কে নেবে? শুধু চোখ দিয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও দায়িত্ব আছে উল্লাসের? শিয়ালদা স্টেশনে ঘুমন্ত উদ্বাস্তু পরিবারের পাশে তাঁর ও লীলার প্রাতরাশের জন্য কেনা পাঁউরুটি দুটো নামিয়ে রেখে তিনি সিদ্ধান্ত নেন কলকাতা তাঁকে ছাড়তে হবে।

উল্লাসকর কি প্রেমের জন্য পলাতক হলেন? হয়তো তাই, হয়তো নয়। পঙ্গু লীলাকে নিয়ে শিলচরে তিনি বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রেমকে বাঁচানোর জন্য কোনও সরকারি সাহায্য নেননি। শুধু বলে গেছেন, যাঁরা দেশভাগের জন্য দায়ি তারাই দেশদ্রোহী।

লেখকের নিজস্ব কোনও মন্তব্য পরোক্ষভাবেও ফুটে ওঠে না। তিনি পাঠককে নিজের মতো করে গোটা ঘটনাটা দেখার আহ্বান জানাচ্ছেন। উপন্যাসের সমাপ্তিতে 'পুনশ্চ' শিরোনামে এক টুকরো সংবাদ পরিবেশনে তিনি তা স্পষ্ট করে তুলেছেন।

ভূমিকায় অশোককুমার মুখোপাধ্যায় অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সঙ্গে সত্তরের দশকের সশস্ত্র সংগ্রামী তরুণদের যে-একটা মিল আছে এমন ইঙ্গিত করেছেন। সেই সব তরুণেরা এখন প্রবীণ, এই উপন্যাসটি পড়ে তাঁরাই যাচাই করতে পারবেন মিলের কথাটা কতটা ঠিক।